দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 28 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

গত জোট সরকারের আমলে দুই হাজারের বেশী শিক্ষক কর্মচারী চাকরিচ্যুত

তেজগাঁও কলেজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে

মোহাম্মদ আবদুর রহিম

বিগত জামায়াত-বিএনপি জোট সরকারের আমলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতির কারণে দুটি দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের রোষের শিকার হয়ে গত পাঁচ বছরে দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজের ২ হাজারের বেশী শিক্ষক-কর্মচারী অদ্যাবধি অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত। বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাতে চাকরি খোয়ানো, বেতন-ভাতা ও পদোন্নতি বন্ধ এবং এমপিও-নিয়োগ বাতিল হওয়ায় উল্লিখিত শিক্ষক-কর্মচারীরা অসহায় ও অমানবিক জীবন যাপন করছেন। অন্যান্য প্রায় সকল পেশার দুর্নীতিবাজরা বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনের আওতায় আসলেও বিগত সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বা শিক্ষাঙ্গনের সাথে সম্পৃক্ত দুর্নীতিবাজ এবং লুণ্ঠনকারীরা আইনের বাইরেই রয়ে গেছে। বিগত পাঁচ বছরে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না, তারা এখনও বহাল তবিয়তে থেকে অট্টহাসি হাসছে। শুধু তাই নয়, তারা এখন নিজেদের বাঁচাতে ভোল পাল্টে নানান কৌশল অবলম্বন করে সরকারের উপদেষ্টাদের সাথে সখ্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করছেন। এছাড়া তাদের আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা-তদবিরের অংশ হিসেবে উপদেষ্টাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

বিগত জোট সরকারের আমলে শুধু রাজধানীতেই বিভিন্ন স্কুলের ৭৩ জন শিক্ষক-কর্মচারী চাকরিচ্যুত অথবা সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রিন্সিপাল, প্রধান শিক্ষক, সহকারী অধ্যাপক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক থেকে শুরু করে পিয়ন, দারোয়ান, নৈশপ্রহরী এবং আয়া-ঝাড়ুদারও। জোট সরকারের আমলে জামায়াত-বিএনপির প্রতিহিংসা, স্বজনপ্রীতি এবং রোষের শিকার হয়ে সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রিন্সিপাল, প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকরা হাইকোর্টের রায় পেয়েও পেশীশক্তির ভয়ে এবং নানান অন্যায় প্রতিবন্ধকতার কারণে চাকরিতে যোগদান করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। খবর নিয়ে জানা গেছে, তারেক রহমানের বন্ধু মামুন তার ভাই হাফিজ ইব্রাহীমের ধানিষ্ঠ ২৩ নম্বর ক্রমের জুনিয়র শিক্ষক কামরুন নাহার আহমদকে প্রিন্সিপালের চেয়ারে বসানোর জন্য শিক্ষক নেতা কাজী ফারুক আহমেদকে শেখ বোরহানউদ্দীন কলেজের প্রিন্সিপাল পদ থেকে অন্যায়ভাবে অপসারণ করা হয়। হাইকোর্ট কাজী ফারুকের অপসারণ অবৈধ ও বেআইনী করলেও জোট রাজনৈতিক পেশীশক্তির বাধার কারণে তিনি দীর্ঘ সময়েও কাজে যোগদান করতে পারেননি।

একইভাবে তেজগাঁও কলেজের প্রিন্সিপালের পদ থেকে মো: আব্দুর রশীদকে গত ৪ বছর যাবৎ সাময়িক বরখাস্ত করে রাখা হয়েছে। তাকে কলেজ থেকে অন্যায়ভাবে গায়ের জোরে বের করার পর কলেজে গত সরকারের আমলে শুরু হওয়া অবাধ দুর্নীতি, লুটপাট ও স্বেচ্ছাচারিতা অবাধে চালানো হচ্ছে। এভাবে কলেজটি ক্রমেই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়ে বর্তমানে কলেজের ছাত্র সংখ্যাঅর্ধেকে নেমে আসলেও কলেজটি রক্ষার কেউ নেই।

এ অবস্থা চলতে থাকলে অচিরেই কলেজটি চরম আর্থিক সংকটে নিপতিত হবে। অথচ আবদুর রশীদকে কলেজ থেকে বের করে দেয়ার সময় কলেজের স্থায়ী আমানত ছিল বিপুল অংকের টাকা। বর্তমান দখলদাররা ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় স্থায়ী আমানতের টাকা ভাঙ্গিয়ে ফেলা হয় বলে অডিট রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়।

অপরদিকে কলেজের সিন্ডিকেট গভর্নিং বডিতে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে বিজয়ী হতে অহেতুক অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে কলেজকে অর্থ সংকটের সম্মুখীন করেছে। এছাড়া অভিভাবক প্রতিনিধি ছাড়াই ১১ সদস্য বিশিষ্ট বিতর্কিত গভর্নিং বডি কলেজ পরিচালনা করে আসছে। কলেজের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল হারুনুর রশীদ পাঠান ও করিম গংদের ইচ্ছে অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্তকৃত শিক্ষিকা রহিমা বেগমকে সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে নির্ধারিত হারে বেতন ভাতা দেয়া হচ্ছে। অথচ সাময়িক বরখাস্তকৃত সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালসহ অনেককে ঐ সিন্ডিকেটের ইচ্ছা অনুযায়ী বেতন ভাতা দেয়া হচ্ছে না। অথচ কলেজের সাবেক সভাপতি ডা. ইকবাল ০৩ সালের মে মাসে হারুনুর রশিদ পাঠানকে কলেজ পরিচালনায় অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন। তা ছাড়াও কলেজের নির্বাচনী কমিটির পক্ষে খানে আলম খান ও সংসদ সদস্য ওবায়দুল হক '৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পৃথক পৃথক স্বাক্ষরে ভাইস প্রিন্সিপাল পদেও আবদুর রশিদ পাঠানকে অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন। কলেজ সিন্ডিকেটের অপর শিক্ষক মোঃ শফিকুল ইসলাম একজন প্রতারক। মাষ্টার্স পাসের পূর্বেই কলেজের চাকুরিতে যোগদান করলে অডিট তার নিয়োগে আপত্তি দেয়। তার নিয়োগের বৈধতার বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা ৩১৭/০৩ বিচারাধীন। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চাকুরী বিধিতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের কোন পদ নেই। অথচ সাময়িক বরখাস্তকৃত প্রিন্সিপাল আবদুর রশীদের সময়ের ১৮ জন শিক্ষকের চাকুরী স্থায়ীকরনের নামে ৬/৭ বছর কালক্ষেপন করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে কলেজের ঐতিহ্য রক্ষা ও উন্নতি বিধানের জন্যই ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালসহ ২ জন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপককে চাকুরী থেকে অপসারণ করে এবং প্রিন্সিপালের পদে মোঃ আবদুর রশীদকে অবিলম্বে যোগদান করতে দেয়া প্রয়োজন।